[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সে হিসেবে করোনা আক্রান্ত লাশ হিসেবে স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাফনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা রোগীর পলায়ন

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের করোনায় আক্রান্ত আল আমিন হোসেন (৩৫) পালিয়ে গেছে। প্রতিবেশি ও স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে সে রবিবার ভোরে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে তাকে পেয়ে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি বাড়ি থেকে চলে গেছে এমন সংবাদ পেয়ে তাদের পরিবারের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তার সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তাকে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা ভালো রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জানান,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা সহ খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, ইতো মধ্যে মোবাইল ফোনে আল আমিনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সহকারী কমিশনার ভুমির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ গুলোকে সচেতন ও আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সাথে মানবিক আচরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অমানবিক আচরন করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখার জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান পুলিশকে বলা হয়েছে।
তবে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার ও স্বজনরা জানায়,প্রতিবেশি ও স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে অভিমান করে আল আমিন ভোরে বাড়ি থেকে চলে যায়। পরে তাকে পেয়ে প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ আল আমিনের খোঁজ খবর রাখছে।

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে পলাশ আলী (৬০) নামের এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২ টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পলাশ আলী গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের সাকের মন্ডলের ছেলে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান,পলাশ আলী ঠান্ডা সর্দি কাশি ও জ্বরের কারনে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়। এরপর তাকে আইসোলেশনে ওয়ার্ডে নেওয়ার পর পরই মারা যায়। ইতোপূর্বে তার এ্যাজমার সমস্যা ছিলো।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা: রফিকুল ইসলাম জানান,করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হওয়ার কারনে পলাশ আলীর নমুনা সংগ্রহ করা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান,করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের জন্য ইসলামি ফাউন্ডেশনের একটি টিম ও সহকারী কমিশনার ভুমি ইয়ানুর রহমান ও গাংনী থানা পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

পলাশ আলীর পরিবার জানান,সে বেশ কিছু দিন যাবৎ হার্ট ও এ্যাজমার সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থ্য অবস্থায় তিনি গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাও নিয়েছেন। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

দুই ঘন্টা বাইরে ম্যাজিস্ট্রেট, ভেতরে আটকা অসংখ্য ক্রেতা

কুষ্টিয়ায় দোকান বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগে মৌ ফ্যাশান নামে এক দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও সরকারি নির্দেশনা না মানায় বিভিন্ন দোকান মালিককে মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরের ইসলামিয়া মার্কেটে অবস্থিত মৌ ফ্যাশন নামক তিন তলা বিশিষ্ট বস্ত্রবিতানের ভিতরে অসংখ্য ক্রেতা ঢুকিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

এমন অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি টের পেয়েই সেখানকার ২১ জন কর্মচারী, মালিক ও অসংখ্য ক্রেতা সহ তিন তলার প্রতিটি দরজায় বাহিরে থেকে তালা লাগিয়ে দোকানের অপর একজন মালিক পালিয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপেক্ষায় থাকার পর দোকান মালিক সমিতির নেতাদের সাথে করে সেই দোকান মালিক এসে দোকান খুললে ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যুৎবিহীন দোকানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে পড়া অসংখ্য ক্রেতা সাধারন। তাদেরকে প্রায় দুই ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধার করা হয়।

এমন অমানবিক কার্যক্রম ও সরকারি আদেশ অমান্য করে গণজমায়েত করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দোকান মালিককে দন্ডবিধি, ১৮৬০ আইন এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়।

তিনি আরও জানান, শহরের বিভিন্ন শপিংমল, বস্ত্রবিতান ও কসমেটিকস

সামগ্রীর দোকানে করোনা বিস্তারোধকল্পে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণে ভোর ৬ টা হতে এই অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ত্রিশ জন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে আরও ২৪ হাজার টাকা সহ মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের সবজি বিতরণ

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সবজি বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে শহীদ রিপন টাওয়ার থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকার ৩শ টি দরিদ্র অসহায় দের মাঝে ডিম, পটল, ঢেঁড়স, লাউ শশা সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি বিতরণ করা হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে এর আগেও বেশ কয়েকবার মেয়র রিটনের উদ্যোগে সবজি ও ডিম বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনা রেল বাজারের প্রবেশ মুখে জীবনু-নাশক টানেল উদ্বোধন

দর্শনা রেল বাজারে প্রবেশ মুখে স্বাস্থ্য বিধি সুরক্ষায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ দর্শনা রিক্সা স্ট্যান্ড বটতলায় থেকে জীবনু- নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বৃস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধনের পর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে রেল বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতারা জীবানুমুক্ত হয়ে বাজারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে নির্বিঘ্নে বাজারে প্রবেশ করে তাদের কেনা-কাটা করছে।

এছাড়া তিনি সকাল ৯টায় দর্শনা অংকুর কেজি স্কুল মাঠে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য উপহার প্রদান করেন। এরপর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেল উদ্বোধন শেষে চুয়াডাঙ্গার উদ্যেশে চলে যান।

বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজারের সব কয়টি প্রবেশ মুখে জীবানু-নাশক দিয়ে চটের বস্তা ভিজিয়ে রেখেছে এবং যুব ফোরামের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাতে স্যানিটাইজ লাগিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া বাজারে শিশু ও বৃদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ করছেন। সবচেয়ে এবার রমজানের বাজার ব্যবস্থাপনায় করোনা মুক্ত রাখতে তাদের এ উদ্যোগ বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

এছাড়া বাজারের ভিতর বাই-সাইকেল, মোটর-সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, আলমসাধু ও অটোরিক্সা প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ক্রেতারা নির্বিঘ্নে তাদের দুরুত্ব বজায় রেখে কেনা কাটা করতে পারছে।

জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান আলী মুছুর বাবু, উপজেলা নিবার্হী অফিসার এস এস মুনিম লিংকন, দর্শনা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অর্থ পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী কিতাব আলী প্রমুখ।

গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

বিশ্ব যখন কোন এক নিরবচ্ছিন্ন ভয়ালযুদ্ধের ঘাতক করোনা নামক প্রাণঘাতী ভাইরাসের ভয়াল থাবায় মহামারী রুপে জরাগ্রস্থ। তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এর প্রকোপ কিঞ্চিৎ কম হলেও কম হয়নি গৃহবন্দী, কর্মহীন, গরীব, দুঃখি, অসহায় মানুষের খাদ্যের অভাব।

এই সময় ইয়ূথদের উদ্যোগ ও বিত্তশালী মানুষদের আর্থিক সহযোগিতায় ২৫০ টি পরিবারের মধ্যে রাতের আধারে বাড়ি বাড়ি যেয়ে ত্রাণ বিতরণ করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেন, কোন পারমানবিক মারণাস্ত্র নয়, হানাহানি নয়, খুনোখুনি নয় তবুও যেন সারা বিশ্ব আজ থমকে গেছে হার মেনেছে কোন এক কালজয়ী ভয়ংকর নিরব যুদ্ধের কাছে। যেখানে না আছে কোন বিনিময়, না আছে কোন আঁতাত, না আছে কোন ঘুষ আর না আছে কোন প্রতিষেধক। সেখানে ইয়ূথ লিডার দের এমন মহান উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসানীয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ইয়ূথের সমন্বয়কারী জানান, বিশ্বব্যাপি খাদ্যের অভাব চরম পর্যায়ে পৌছেছে। বিশেষ করে যারা গৃহবন্দী, কর্মহীন, দিন এনে দিন খায়, দিন মজুর, অসহায়, গরীব, দুঃখী আর ক্ষুদ্র ব্যবসা করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের অবস্থা খুবই ক্ষীণ। যার ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতেই অনেক মানুষ না খেয়ে খুব কষ্টের মধ্যে সংকটাপন্ন দিন যাপন করছে। এমন সময় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আজিবার রহমান জানান, জাতীয় এই ক্রান্তিলগ্নে থেমে নেই সাহারবাটি ইউনিয়নের এক ঝাঁক নিরন্তর সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক।

এমন প্রতিকূলতায় অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে বদ্ধ পরিকর সাহারবাটি ইউনিয়নের একদল স্বেচ্ছাসেবক। যারা নিজ নিজ গ্রামের বিত্তবানদের

কাছ হতে চাঁদা, চাল, ডাল, পেয়াজ, আলু ইত্যাদি পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করছে।

তবে দৃঢ় মনোবল, স্বদিচ্ছা আর অদম্য স্পৃহা থাকলে জটিল ও কঠিন মূহুর্তগুলো পাড়ি দেওয়া সম্ভব। আর সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ।

এই কাজটা চলমান রাখতে বদ্ধ পরিকর ইয়ুথ সদস্যরা।

করোনা মোকাবেলায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের কৃতিত্ব

প্রতিদিনিই রেকর্ড ছাড়াচ্ছে করোনা রোগী সনাক্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্ক বিরাজ করছে গোটা দেশে। করোনার এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন, ডাক্তার ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছে পুলিশ। এ পর্যন্ত ৭ জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে মৃত্যু বরণ করেণ। সেই সাথে ১৭৫৬ জন পুলিশ সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে। যাদের বেশির ভাগই কনস্টেবল।

গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরে করোনা আতঙ্ক শুরু হয় এবং অঘোষিত লক ডাউন করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলেও ১০ মে থেকে সীমিত আকারে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়। করোনা ক্রান্তিকালের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

কখনো মাইক হাতে লোকজনকে সচেতন করা, কখনো লিফলেট হাতে , কখনো লাঠি হাতে, আবার কখনো খাদ্য সামগ্রী বিতরণে। প্রায় সব খানেই পুলিশের উপস্থিতি ব্যাপক। করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি মাঠে থাকছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। তবে এখনো পর্যন্ত মেহেরপুরে দায়িত্বরত কোন পুলিশ সদস্যের করোনা

আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত মোট করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে ৭জন। এদেও মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যা অন্যান্য জেলার তুলনায় কম।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলীর নির্দেশে করোনা প্রতিরোধে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার পুলিশ সদস্যরা প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে। করোনা মোকাবেলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ সুপার নিজেই। আজ বুধবার মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও প্রধান সড়কে জন সচেতনাই লিফলেট বিতরণ করেণ তিনি।

এছাড়াও করেনা মোকাবেলাই বেশ কৃতিত্বের সাথে কাজ করছে জেলা গোয়েন্দা বিভাগ ও ট্রাফিক বিভাগ। চলাচলে নিয়ন্ত্রন ও জনসগাম রোধে ব্যাপক প্রশংসীত।

বুধবার লিফলেট বিতরণ কালে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই আমরা প্রতিরোধের জন্য কাজ করছি। সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত ও জনগনকে ঘরে ফেরাতে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দোকানপাট গুলো ও শপিংমল গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। এছাড়াও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলামান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মেপ্র/এমএফআর

দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমানের জমির ধান কেটে দিলো চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার ট্যাংরামারি

গ্রামের নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠে এক বিঘা জমির থান কেটে দিয়েছে পুলিশ সদস্যরা।

অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবু তারেক বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে এমনিতেই শ্রমিক সংকট রয়েছে। এ অবস্থায় হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমান অর্থের অভাবে নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠের পাঁকা ধান কাটতে পারছিলেন না।

বিষয়টি জেলা পুলিশকে অবগত করেন কৃষক। পরে মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশের ২০ সদস্য কৃষকের জমির ধান কেটে দেন। ধানগুলো শুকানো হলে ঝেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান অতিরিক্তি পুলিশ সুপার।

কৃষকের ধানা কাটায় অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়াটার কনক কুমার দাস, সদর থানার ওসি আবু জিহাদ প্রমুখ।